DEC. 03 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এক বৎসরে ৭৭ দিন ক্লাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১ সালে মাত্র ৭৭ দিন ক্লাস হইয়াছে। কর্তৃপ গোটা ডিসেম্বর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগাম ঘোষণা প্রদা করায় ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই ৭৭ দিন বাড়িয়া ৭৮ দিন হইবারও কো সম্ভাবনা নাই। ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তার কালে ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহারা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর সেশনজটের শিকা হইতেছে। চলতি বৎসরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ আমলে ৭৪ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২ দিন এবং চার দলীয় জোট সরকারের আমলে ১ দিন মিলাইয়া মোট ৭৭ দিন ক্লাস হইয়াছে। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলির মধে হানাহানি এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কমসংখ্যক দিনে ক্লাস হইয়াছে বলিয়া যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গিয়াছে। দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠের একটিতে ক্লাস অনুষ্ঠিত হইবার এত স্বল্প হার যে স্বাভাবিকতার ধারেকাছেও যায় না ইহা না বলিলেও চলে। অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটিতেছে, সেই কথা বলিবারও উপায় নাই। ২০০১ সাল নির্বাচনের বৎসর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া সারাদেশে রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই উত্তাপ মাঝেমধ্যে উত্তেজনায় পর্যবসিত হয়। এই বৎসর নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক উত্তাপ-উত্তেজনা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু নির্বাচন শেষে নূতন সরকার গঠিত হইবার পরও অবস্থা কেন স্বাভাবিক হইয়া আসিবে না তাহা বোধগম্য নয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্র রাজনীতি হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে ইহা বাস্তব সত্য। সহিংসতার বিচারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যে অন্য সকলকে টেক্কা দিয়াছে ইহাই বাস্তবতা। হল দখল-পাল্টাদখল, অবরোধ, প্রতিরোধ, ধর্মঘট ইত্যাদি কারণে অস্বাভাবিকতাই যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এমতাবস্থায় সেইখানকার শিক্ষার পরিবেশ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অচলাবস্থার হেতু যাহাই হউক না কেন অথবা হেতুসমূহ সৃষ্টির জন্য যাহারাই দায়ী থাকুক না কেন ইহার সমুদয় নেতিবাচক প্রভাব গিয়া পড়ে সেইখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের উপর। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৭৭ দিন ক্লাস হইবার ফলে লেখাপড়া যে ব্যাহত হইল তাহাতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এই ছাত্রছাত্রীরাই। তাহাদের হারানো সময় ফিরিয়া পাইবার কোন সুযোগ নাই। সামনের দিনগুলিতে বাড়তি পরিশ্রম করিয়া, বাড়তি চাপ সহ্য করিয়া তাহাদের এই ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হইবে, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে, তেমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? বরং দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সেশনজটের যে চাপ সৃষ্টি হইল তাহা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাইবে যে, সদ্য ভর্তি হওয়া তরুণ ছাত্র তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্বেই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত করিয়াছে। তেমন অবস্থার উদ্ভব ঘটিবার পূর্বে কি আমাদের আক্কেল দাঁত গজাইবে না?